দৈনিক
ইত্তেফাক

24 MAR 2003

পাঠকদের মতামত

নির্দিষ্ট সময়ে সিলেবাস শেষ করতে শিক্ষকদের করণীয়

আগামী ২৭ মার্চ, ২০০৩ বৃহস্পতিবার থেকে সারাদেশে ৬টি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ২০০৩ সালের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। পরীক্ষার মওসুম এলে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে যত লেখালেখি আর আলোচনা-সমালোচনা হয়, পরীক্ষা শেষ হলে আর অন্য কোন সময়ে এত লেখালেখি এবং আলোচনা-সমালোচনা হয় না। আর এসব লেখালেখি ও আলোচনা-সমালোচনার একমাত্র টার্গেট শিক্ষক সমাজ। পরীক্ষা এলে যদি অঘটন কিছু ঘটলে দেশের উচ্চমহল থেকে শুরু করে নিম্নস্তরের কেরানী পর্যন্ত সকলে যেন কেবল শিক্ষক সমাজের ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্য উঠে-পড়ে লেগে যান। কিন্তু তারা কখনও একটিবারের জন্যও নিজেদের সামান্যতম দোষের অংশীদার ভাবতে চান না। অবশ্য এসব লেখালেখি আর আলোচনা-সমালোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস সম্পূর্ণ না করা, শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস না নেয়া, পরীক্ষার হলে নকলে সহায়তা করা ইত্যাকার নানা কিছু। আর এসব কিছুরই দায় বর্তায় গিয়ে কেবল শিক্ষকদের ওপর। পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে না পারার জন্য শ্রেণী-শিক্ষকগণ কতটুকু দায়ী বা এজন্য তাদের কতটুকু করণীয় সে বিষয়ে আলোচনা করব। দেশের বেশিরভাগ স্কুলই বেসরকারী এবং গ্রামে অবস্থিত। রাজধানী ঢাকা কিংবা অন্যান্য শহরের স্কুলের সহিত গ্রামের স্কুলগুলোর তুলনা কোনক্রমেই করা যায় না। গ্রামের স্কুলগুলোতে সাধারণত দিন-মজুরের সন্তান থেকে শুরু করে বড় জোর মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা লেখাপড়া করে থাকে। গ্রামের দু'চারজন উচ্চ শ্রেণীর যারা আছেন, তাঁরা কিন্তু তাঁদের সন্তানদের কখনও গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেন না। তাঁরা অর্থের জোরে তাঁদের সন্তানদের শহরের নামী-দামী স্কুলে ভর্তি করে দেন। তাই স্বভাবতই যাদের 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' অবস্থা তাদের সন্তানেরাই গ্রামের স্কুলগুলোতে লেখাপড়া করে থাকে এবং তারা সম্পূর্ণভাবে স্কুলের শ্রেণী পাঠদানের ওপরই নির্ভরশীল থাকে। কেননা শ্রেণী পাঠদানের বাইরে টাকা দিয়ে শিক্ষক রেখে পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস সম্পূর্ণ করার সামর্থ্য তাদের থাকে না। এক্ষেত্রে ঢাকা বা অন্যান্য শহরের স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, উচ্চবিত্ত কিংবা চাকরিজীবীদের সন্তান হওয়ার সুবাদে তারা স্কুলের শিক্ষকদের পাঠদানের বাইরেও টাকা খরচ করে নিজস্ব শিক্ষক রেখে পরীক্ষার পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস সম্পূর্ণ করে থাকে।

আমি গ্রামের স্কুলের একজন শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাবর্ষের নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস সম্পন্ন হতে না পারার বাস্তব চিত্রটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। একথা অনস্বীকার্য যে, জানুয়ারী মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সাংবার্ষিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি শিক্ষাবর্ষে ৩৬৫ দিন হলেও আমরা যারা স্কুলগুলোতে নবম ও দশম শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানে নিয়োজিত আছি। বাস্তবে তারা একটি শিক্ষাবর্ষে ১০০ কিংবা ১২০ দিনের বেশি ক্লাস নিতে পারি না আর এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কিছু থাকেও না। আমি আগেই উল্লেখ করছি যে, গ্রামের দীন-দরিদ্র ঘরের সন্তানেরা যেহেতু শহরের স্কুল পরিবারের সন্তানদের মত শ' শ' টাকা খরচ করে প্রাইভেট শিক্ষক রেখে স্কুলের অসম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস সম্পন্ন করতে পারে না এবং যেহেতু তাদের অর্থাৎ গ্রামের ছাত্র/ছাত্রীদের কেবল শ্রেণী শিক্ষকের পাঠদানের ওপরই নির্ভর করে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে হয়, তাই তাদের পরীক্ষার ফলাফল শহরের ছেলে-মেয়েদের তুলনায় খারাপ হবারই কথা।

এবারে আসা যাক ৩৬৫ দিনের শিক্ষাবর্ষে কেন আমাদের ১০০ কিংবা ১২০ দিনের বেশি ক্লাস নেয়া যায় না-সে বিষয়ে। সুধিয় পাঠক, আমরা সকলেই জানি যে, একটি পূর্ণাঙ্গ বছরে অর্থাৎ ৩৬৫ দিনে ৫২টি শুক্রবার থাকে। সরকারীভাবে সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার বিধায় স্কুলগুলোতে ৫২ দিন কোনক্রমেই ক্লাস হয় না। এছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সরকারী-বেসরকারী স্কুলগুলোতে বছরে ৮৫ দিন ছুটি থাকে। একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাবর্ষে ৩টি পরীক্ষা নিতে হয়, যা ১ম সাময়িক, ২য় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা নামে অভিহিত এবং প্রতিটি পরীক্ষায় কমপক্ষে ১২ দিন করে অতিবাহিত হলে ৩টি পরীক্ষায় ৩৬ দিন প্রয়োজন হয়। অতএব পরীক্ষা চলাকালীন কোন ক্লাস হয় না। এছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার দিন স্কুলগুলোতে অর্ধদিবস অর্থাৎ ৪ পিরিয়ড পর্যন্ত ক্লাস হয়। অতএব বাকী অর্ধ দিবসের ক্লাস হয় না। এ হিসেবে বছরে ৫২টি বৃহস্পতিবার রয়েছে এবং ৫২ দিন পূর্ণ ক্লাস না হওয়ার কারণে সাধারণত স্কুলগুলোতে বৃহস্পতিবার দিন ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন সহ-শিক্ষামূলক ক্লাস বা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এছাড়াও একজন শিক্ষকের বছরে ২০ দিন নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করার অধিকার রয়েছে। তবু একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কেউ পাওনা অধিকার ছাড়ে না। অর্থাৎ বছর ঘুরে ২০ দিন শিক্ষকের ছুটিজনিত কারণে ক্লাস হয় না। এভাবে ওপরের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, একটি শিক্ষাবর্ষে অর্থাৎ ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২৪৫ দিন স্কুলগুলোতে কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় না। এছাড়া প্রাকৃতিক বা অন্য কোন বিশেষ কারণে স্কুলগুলোতে বছরে আরও ৫ থেকে ১০ দিন ক্লাস না হবারই কথা। তাই সর্বমোট হিসেব করলে দেখা যায় যে, বছরে ১০০ বা ১২০ দিনের বেশি ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না। এখন যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা তাদের সন্তান-সন্ততিরা অবশ্যই ১০০ বা ১২০ দিন ক্লাস করে পূর্ণ বছরের সিলেবাস সম্পন্ন করার কথা নয়। আমাদের সকলের উচিত সম্মিলিতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিভাবে নির্ধারিত সময়ে সিলেবাস সম্পূর্ণ করা যায় এবং একটি কোমলমতি ছেলে বা মেয়েকে যাতে জীবনের প্রথম ধাপেই হোঁচট না খাইয়ে নির্মল পরিবেশে পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসের শিক্ষা নিয়ে এসএসসি পরীক্ষার হলে যেতে সহায়তা করা যায়। আর এক্ষেত্রে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তা-ব্যক্তিদেরই নিতে হবে পদক্ষেপ গ্রহণের অতিআবশ্যক। এ বিষয়ে যত দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া যাবে তা জাতির জন্য হবে মঙ্গলজনক।

মোঃ শহীদুর রহমান,
সহকারী শিক্ষক,
বারোয়ান এস.সি উচ্চ বিদ্যালয়
কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট।